সংখ্যা ৭১

সংগ্রাম বার্তা

একটি উপকূলীয় উন্নয়ন সাময়িকী

২১তম বর্ষ

জানুয়ারি ২০২৫

পিকেএসএফ-এর ১২তম ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করায় **জনাব মোঃ ফজলুল কাদের** (স্যার)-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক জনাব চৌধূরী মুনীর হোসেন ও উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব চৌধূরী মোহাম্মাদ মঈন।

পাথরঘাটায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে প্রতিবন্ধীদের পাশে সংগ্রাম

"অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মানে, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে বরগুনার পাথরঘাটায় ৩৩ তম আন্তর্জাতিক ও ২৬ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র‍্যালী বের হয়ে পাথরঘাটা পৌর শহরের গোলচত্তর প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্তরে এসে শেষ হয়। পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন- পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রোকনুজ্জামান খান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. এমাদুল হোসেন, সংগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মো. মাসুম, পাথরঘাটা থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) ইয়াকুব আলী, সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. মহসিন হোসেন, উপজেলা প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালটেন্ট আরিফুর রহমান, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক চৌধুরী মো. ফারুক, সংগ্রাম ই.আই.ই.আই প্রজেক্ট অফিসার মো. রফিকুল হক প্রমুখ। সংগ্রাম এর পক্ষ থেকে দেওয়া ৫ জন প্রতিবন্ধী পরিবারকে পুষ্টির চাহিদা পূরণে শাক-সবজি ও হাস-মুরগী পালনের জন্য ১০ হাজার টাকা করে মোট ৫০ হাজার টাকা নগদ সহায়তা। ১৫টি হিয়ারিং এইড, ৫টি কর্নিয়ার চেয়ার, ৫টি স্ট্যান্ডিং ফ্রেম প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে বিতরণ করেন পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রোকনুজ্জামান খান।

নিঃসন্দেহে সংগ্রাম রেমাল কর্মসূচি সুন্দরভাবে কাজ বাস্তবায়ন করেছে

-সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম মিঞা

ঘূর্ণিঝড় রেমালে দেশের বিভিন্ন জেলাসহ বরগুনা ব্যপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সংগ্রাম রেমালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তার জন্য সদর উপজেলার ৩নং ফুলঝুড়ি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম মিঞা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন নিঃসন্দেহে সংগ্রাম বাস্তবায়িত রেমাল কর্মসূচি ফুলঝুড়িতে সুন্দরভাবে কাজ বাস্তবায়ন করেছে। সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর-২৪) বিকেলে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়নে প্রকল্পটির সমাপনী অনুষ্ঠানে সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধূরী মুনীর হোসেন'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম মিঞা উপস্থিত ছিলেন। সংগ্রাম'র সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম) এ এন এম আশরাফ উদ্দিন এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন- উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ হেমায়েত উদ্দীন, ৩নং ফুলঝুড়ি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গোলাম সরোয়ার কবির, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ জিয়াদ হাসান, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার রবীন্দ্রনাথ হাওলাদার, বরগুনা প্রেসক্লাব'র সাবেক সভাপতি মনির হোসেন কামাল, সাধারণ সম্পাদক জাফর হোসেন হাওলাদার প্রমুখ। সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- দৈনিক স্বাধীন বাণী পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মো: সানাউল্লাহ্ রিয়াদ, প্রোজেক্ট অফিসার নুরুজ্জামান, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর জুবায়ের, ভলান্টিয়ার গোলাম মোর্শেদ রাহাত, ডিজাইন এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মো: আরিফ মিয়া ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ। এসময় সমাপনী অনুষ্ঠানে রেমালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ভুক্তভোগী পরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা ও সহযোগিতা করার পরে উপকারভোগী পরিবারের অবস্থার পরিবর্তণ নিয়ে একটি স্থীর চিত্র উপস্থাপন করা হয়। জানাগেছে, সদর উপজেলার ৩নং ফুলঝুড়ি ইউনিয়নের আন্ধারমানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টার মাঠ ভরাট, বনায়ন, বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুর পুন:খনন, পানি বিশুদ্ধকরণ ও সংরক্ষণসহ প্রকল্প কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে সংস্থাটি।

উল্লেখ্য উন্নয়ন সহযোগী NEAR CHANGE FUND ও NAHAB এর সহযোগিতায় সংগ্রাম "Supporting Cyclone Remal Affected Communities in South-west Coast, Bangladesh", প্রকল্পের আওতায় গত ১ জুলাই ২০২৪ থেকে প্রকল্প এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ২৮ পরিবারকে খামার নির্মাণ, হাঁস এবং ছাগল সরবরাহ ও খাদ্যক্রয়ের জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা, ৫০টি পরিবারকে গৃহ মেরামত ও বাড়ির আঙিনায় সবজি/ফলজ গাছ রোপনের জন্য ১৩ হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা, ৪০টি পারিবারিক টয়লেট নির্মাণ, ৩০ টি নলকূপ মেরামত, ২টি পুকুর পুন:খনন, পানি বিশুদ্ধকরন, সংরক্ষণ, ১টি বিদ্যালয়ের মাঠভরাট ও ২টি বিদ্যালয়ে বনায়ন সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পে উপকারভোগী নির্বাচনে অগ্রাধিকার পেয়েছেন- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তালাকপ্রাপ্ত/বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবা/বিপত্নীক, নারী প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী, শিশু প্রধান পরিবার, দীর্ঘ মেয়াদী রোগে আক্রান্ত ও দলিত/হিজড়া/মান্তা।

রেমাল প্রকল্পের আওতায় বরগুনা সদর উপজেলার ৩নং ফুলঝুড়ি ইউনিয়নের আন্ধারমানিক স.প্রা.বিদ্যালয়ে ঔষধী গাছ রোপন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার

শিক্ষার্থীদের মাঝে ১২শ ফলজ চারা বিতরণ করেছে এনজিও সংগ্রাম

ঘূর্নিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তা প্রকল্পের আওতায় বরগুনা সদর উপজেলার ৩নং ফুলঝুড়ি ইউনিয়ন এলাকায় গিলাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহসিন মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আন্ধারমানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ১২শ ফলজ (আম ও মাল্টা) এবং ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়। সোমবার (০৭ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে ওই বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন চারা গাছ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন। এসময় তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন- 'গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ একদিকে অক্সিজেন সরবরাহ করে অপর দিকে আমাদের নিশ্বাস থেকে যে কার্বণ ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় তা গ্রহণ করে। গাছ আমাদের পরিবেশ রক্ষায় অত্যন্ত উপকারী। তাই গাছের চারা লাগালেই চলবে না, এর সঠিক পরিচর্যা করতে হবে।' গাছের চারা পেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শিক্ষকগণ এ উদ্যোগের জন্য সংগ্রাম ধন্যবাদ জানান।এসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ, সংগ্রাম'র ডিজাইন এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মো: আরিফ মিয়া, মিডিয়া অফিসার মো: সানাউল্লাহ্ রিয়াদ, প্রজেক্ট অফিসার নুরুজ্জামান, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর মোঃ জুবায়ের, কৈশোর কর্মসূচির প্রোগ্রাম অফিসার মিজানুর রহমান, ফজলুল হক সোহাগ উপস্থিত ছিলেন।

রেমাল প্রকল্পের আওতায় বরগুনা সদর উপজেলার মহসিন মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঔষধী গাছের চারা বিতরন করেন সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক

প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করছে সংগ্রাম

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিশুরা সমাজের বোঝা নয়, তাঁরাও পারে দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে। প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা এবং সমাজ ও পরিবেশকে প্রতিবন্ধীবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা। প্রতিবন্ধীতার ধরণ প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা হলে এবং প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে; প্রয়োজনীয় সেবা যেমন- চিকিৎসা, সহায়ক ডিভাইস, পুনর্বাসন, থেরাপী, ব্যয়াম, যত্ন ও পরিচর্যা করা হলে প্রতিবন্ধীতার মাত্রা কমিয়ে আনা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক করা সম্ভব। তাছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকায়ন, সামাজিক অর্ন্তভুক্তি ও ক্ষমতায়ন করতে হবে।

উন্নয়ন সহযোগী লিলিয়ানা ফাউন্ডেশন ও সেন্টার ফর ডিজিএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট সিডিডি'র সহযোগিতায় সংগ্রাম বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলায় ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে "প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক সনাক্তকরণ ও প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ শীর্ষক (ইআইইআই)" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রতিবন্ধী ও বিকাশ বিলম্বিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে প্রাথমিক সনাক্তকরণ ও প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণ। প্রকল্পের কর্মসূচি হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং Development Chart milestone ও module on Child Functioning Unifcef এর আলোকে ০-১২ বছর বয়সী প্রতিবন্ধীতার ঝুঁকিতে থাকা ২৪০০ শিশুকে সরেজমিন ডাটা বেইস তৈরী করা হয়েছে। মেডিকেল ক্যাম্প ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর কনসালটেন্ট এর মাধ্যমে এ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করে ৯০০ উপকারভোগী নির্বাচন করা। প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজসেবা শিক্ষা, কেয়ার গিভার, সিবিআর কর্মী, কৃষি সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারীদের সাথে লবিং, এ্যাডভোকেসি, প্রশিক্ষণ প্রদান, সহায়ক ডিভাইস, মেডিকেল চেকআপ, মেডিসিন সাপোর্ট রেফারেল, সচেতনতামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। গত বুধবার (২৮ আগষ্ট-২৪) বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো: রোকনুজ্জামান খান। সংগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগ্রাম কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি পাথরঘাটা ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ মহসিন হোসেন, সিডিডি'র সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর রেজাউল আলম, সংগ্রাম'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: মাসউদ সিকদার, প্রতিবন্ধী সাহায্য ও সেবা কেন্দ্র পাথরঘাটার কনসালটেন্ট ডা. আরিফুর রমান, সাংবাদিক সফিকুল ইসলাম খোকন বক্তব্য রাখেন।

সংগ্রাম'র সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম) এ.এম.এম. আশরাফ উদ্দিন প্রকল্প সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের চাইতেও সৃজনশীল হয়ে থাকেন। যথাযথ সুযোগ পেলে নান্দনিকতা প্রকাশ করতে পারেন। বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখে আসছে এই মানুষগুলো। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও যে তাতে ভূমিকা রাখতে পারে, এ বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদেরই গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের দেশের উন্নয়নে কাজ করতে সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে এনজিও সংগ্রাম। এ লক্ষে গত ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার দিকে পাথরঘাটা সদর ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে শিক্ষা পরিষেবা প্রদানকারীদের নিয়ে "প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক সনাক্তকরণ ও প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ" প্রকল্পের আওতায় অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলার পাথরঘাটা সদর, চরদুয়ানী, রায়হানপুর, নাচনাপাড়া, কাকচিড়া, কালমেঘা, কাঠালতলী ইউনিয়ন ও পাথরঘাটা পৌরসভার ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের আওতায় কেয়ার গিভারদের প্রশিক্ষণ, সিআরসি গঠন, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি সহায়তা প্রদান, সহায়ক ডিভাইস, মেডিকেল চেকআপ, হোম মোডিফিকেশন সাপোর্ট, মেডিসিন সাপোর্ট, রেফারেল, পুষ্টির চাহিদা পূরণে শাক-সবজি ও হাস-মুরগী পালনের জন্য প্রতিবন্ধী শিশুর কেয়ার গিভারদের প্রশিক্ষণ এবং নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান, অন্তর্ভূক্তিমূলক খেলাধুলা ও আর্ট কম্পিটিশন সচেতনতামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক সনাক্তকরণ ও প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ শীর্ষক প্রকল্পের অবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামান

‘নিজেকে সফল করতে আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করতে হয়’ -চৌধুরী মুনীর হোসেন

‘নিজেকে সফল করতে আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করতে হয়। আন্তরিকভাবে না চাইলে কখনোই সফলতা অর্জণ করা সম্ভব নয়। দায়সারা কাজ করলে ভবিষ্যৎ কখনোই ভালো হয় না। তাই সঠিক নিয়মে পথ চলতে হবে, সঠিক নিয়মে পরিশ্রম করতে হবে। নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই।’ সোমবার (১৪ অক্টোবর) সংগ্রাম বাস্তবায়িত ঋণ কর্মসূচির আওতায় মাঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া ২০ জন মাঠ কর্মকর্তার উদ্দেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সংগ্রাম’র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আরও বলেন- ‘যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ মৌলিক প্রশিক্ষণে এসেছেন, সেখানে কতটুকু নিয়ে এসেছিলেন আর কতটুকু নিয়ে যেতে পেরেছেন, সেটাই মূল বিষয়। মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে আপনাদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেখানে যাই করেছেন না কেনো, গাইড লাইন ধরে এগিয়ে যেতে হবে। মৌলিক এ প্রশিক্ষণটি যারা যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন, তিনি ঠিক সেভাবেই ফলাফল অর্জন করবেন। অবশ্যই মৌলিক প্রশিক্ষণ আপনাদের কর্মক্ষেত্রে কাজে আসবে’। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন- সংগ্রাম’র সিনিয়র পরিচালক (প্রশাসন) রেশমাতুজ্জামান, পরিচালক (ঋণ) মো: হুমায়ুন কবীর, উপ-পরিচালক (অডিট) মো: খলিলুর রহমান, সহকারী পরিচালক (ঋণ) মো: ফয়সাল আহম্মদ, আইটি অফিসার মো: নূরুল্লাহ্। প্রশিক্ষণের কোর্স কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন- পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. মাসউদ সিকদার। চারদিনব্যাপী (১১-১৪ অক্টোবর) এই প্রশিক্ষণে সংগ্রাম’র ঋণ কর্মসূচির নতুন ও পুরাতন ২০ মাঠ কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন। প্রত্যেক মাঠ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র ও মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রথম তিনজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২৩ আগস্ট-২৪ সংগ্রাম বাস্তবায়িত ঋণ কর্মসূচির আওতায় আরও ২২ মাঠ কর্মকর্তাকে নিয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পাথরঘাটার আলু চাষীদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করেছে সংগ্রাম

পুষ্টিগুণে আলু ভাতের চেয়েও অধিক পুষ্টিকর। মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে ভুট্টা, গম ও চালের পরেই রয়েছে আলুর অবস্থান। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে উচ্চ শ্রেণির মানুষ প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আলু রেখে থাকেন। আলু চাষের মৌসুমে কৃষকের কাছে প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ না থাকায় দিনদিন আলু চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে কৃষকরা। অর্থাভাবে প্রান্তিক কৃষকরা আলু চাষে উৎসাহ হারিয়ে না ফেলে; এমন পরিকল্পনা থেকেই সংগ্রাম প্রতি বছর কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে থাকে। চলতি বছর পাথরঘাটার উপজেলার ১৮টি সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে ২৬৯ জন আলু চাষীকে ১ কোটি ৩২ লাখ টাকা সহজ শর্তে ও স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করেছে।

ঋণের এ টাকা আলু চাষীদের হাতে তুলে দেন সংগ্রাম এর নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন।এসময় উপস্থিত ছিলেন, সংগ্রাম এর উপনির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মঈন, পরিচালক (ঋণ) মো: হুমায়ুন কবির ও শাখা ব্যবস্থাপক জুয়েল মাহমুদ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, দেশে আলুর বার্ষিক চাহিদা ৮০ লাখ টন। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে আলু উৎপাদিত হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টনের কাছাকাছি। অর্থাৎ, গত অর্থবছরে দেশে চাহিদার চেয়ে ৩০ লাখ টন বেশি আলু উৎপাদন হয়েছে।

আলু চাষিকে ঋণের অর্থ প্রদান করছেন সংগ্রাম’র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন

‘প্রশিক্ষণ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে মজবুত করে’ -চৌধুরী মুনীর হোসেন

‘প্রশিক্ষণ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে মজবুত করে। একজন দক্ষ ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপক হিসেবে নিজেকে গড়তে হলে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাই শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। যেখান থেকে নিজেকে ও নিজের কর্মক্ষেত্রকে সুন্দর ও পরিপাটি করে লক্ষ্য অর্জণে এগিয়ে নেয়া সহজ হয়।’ ১৫-১৭ নভেম্বর-২০২৪ সংগ্রাম বাস্তবায়িত ঋণ কর্মসূচির আওতায় সংগ্রাম’র ২৫ ব্যবস্থাপকদের “দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ” এর উদ্বোধনী পর্বে সংগ্রাম’র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, ‘জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে সুস্পস্টভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিশেষ কিছু দক্ষতা। যা কেবল প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়েই অর্জণ করতে হয়। তাই শাখা ব্যবস্থাপকদের জন্য স্বল্প সময় হলেও এ আয়োজন। আশা করি এই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করবেন, তা নিশ্চয়ই মাঠে ও নিজ কর্মে প্রতিফলিত করে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।’ এই প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন- সংগ্রাম’র সিনিয়র পরিচালক (প্রশাসন) রেশমাতুজ্জামান, পরিচালক (ঋণ) মো: হুমায়ুন কবির, আইটি অফিসার মো: নূরুল্লাহ্। প্রশিক্ষণের কোর্স কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন- পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. মাসউদ সিকদার। এই প্রশিক্ষণে সংগ্রাম’র ঋণ কর্মসূচির ২৫টি শাখা থেকে ২৫জন শাখা ব্যবস্থাপক অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে একটি মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। একই সাথে প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য,৮-১০ নভেম্বর ২৫ শাখা ব্যবস্থাপককে অনুরূপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করছেন সংগ্রাম’র নির্বাহী পরিচালক

পাথরঘাটা উপজেলায় বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালিত

“হাতে দেখলে সাদা ছড়ি, এগিয়ে এসে সহায়তা করি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বরগুনার পাথরঘাটায় পালিত হয়েছে বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস-২০২৪। এ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার মাধ্যমে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালিত হয়। সংগ্রাম'র আয়োজনে মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে ওই একই কার্যালয়ের হলরুমে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। এতে সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভায় পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামান খান'র সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন- সমাজসেবা অফিসার মোঃ মহসীন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মাসুদ রানা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কনসালটেন্ট (ফিজিওথেরাপিস্ট) আরিফুর রহমান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দীপক কুমার বিশ্বাস। এসময় সংগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়িত “প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক সনাক্তকরণ ও প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ” প্রকল্পের প্রজেক্ট অফিসার মোঃ রফিকুল হক ও সিবিআর অফিসার সজীব চন্দ্র শীল, কমিউনিটি মোবিলাইজার ও ইন্টার্নবৃন্দ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে সাদা ছড়ির ব্যবহার, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের স্বাধীন চলাচল এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সমাজসেবা কর্মকর্তা তার বক্তব্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের আশ্বাস দেন। বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে এ ধরণের আয়োজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও তাদের প্রতি সহমর্মিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে ব্যক্ত করেন তিনি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, ‘বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবসের মূল লক্ষ্য হলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল মানসিকতা তৈরি করা এবং তাদের চলাচলে সহায়তা করা। তাদের চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করতে সাদা ছড়ির ব্যবহার আলোচনার শীর্ষে। বক্তারা বলেন- বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস শুধু একটি দিবস নয়, এটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ ও তাদের জন্য একটি নিরাপদ, সহানুভূতিশীল সমাজ গঠন এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে একটি র‍্যালি গঠনের প্রতিজ্ঞার দিন। আলোচনা শেষে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝে সাদা ছড়ি বিতরণ করা হয়। বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে এ ধরণের আয়োজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও তাদের প্রতি সহমর্মিতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে সবাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উদযাপনে পাথরঘাটায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি

বরগুনার প্রত্যন্ত অঞ্চল বামনায় রোগি পরিবহনে সংগ্রাম'র “পল্লী সেবা পরিবহন”

জীবন নিশ্চয়ই জীবনের জন্য। আর সে জীবনকে সুন্দর করে পরিচর্যা করতে হয়। ভালোবাসা আর যত্নই কেবল একটি জীবনকে কোমলময় করে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তবে আজকাল গ্রামের পথ-প্রান্তর আর মাঠ-ঘাট যেন শীর্ণ পথের দরজা মেলে আছে। যে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে সংগ্রাম নিশ্চিত করতে চায় সঠিক স্বাস্থ্য সেবার মান।

তাই পাইলটিং প্রোগ্রাম এর অংশ হিসেবে বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় চালু করেছে পল্লী পথের এই সাধারণ মানুষগুলোর জন্য “পল্লী সেবা পরিবহন”। সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী) এর বাস্তবায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় গত মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) বিকেল ৫ টার দিকে বামনা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় চত্বরে “পল্লী সেবা পরিবহণ” এর উদ্বোধন করেন বামনা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ আল ইমরান। এসময় বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর আরএমও মোঃ আব্দুল্লাহ আল জুমা, সংগ্রাম'র নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মুনীর হোসেন, পিকেএসএফ'র স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ম্যানেজার ড. আশরাফুল আলম, সংগ্রাম'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: মাসউদ সিকদার, বামনা প্রেসক্লাব'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ জাকির হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাসির মোল্লা, নয়াদিগন্ত পত্রিকার জেলা সংবাদদাতা মো: গোলাম কিবিরিয়া সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অটোরিক্সার আদলে তৈরি করা অ্যাম্বুলেন্সটিতে রোগি পরিবহনে ফোল্ডিং সিট, অক্সিজেন সরবরাহে ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন সুবিধাদি রয়েছে।

৪০ বছরের এক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নতুন আলোর সন্ধানে পথ চলছি আমরা। যে আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। আজ সংগ্রাম রুবি জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। চল্লিশ বছরের এ পথ চলা খুব একটা সহজ ছিলো না। কঠিন এ পথের সারথী হয়ে আপনারা যারা সংগ্রামকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার ***আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা*** প্রকাশ করছি। আগামীর দিনগুলোতে একইভাবে আমাদের পাশে থাকবেন বলে আশা করছি।

চৌধুরী মুনীর হোসেন
নির্বাহী পরিচালক, সংগ্রাম।

পৃষ্ঠপোষক : চৌধুরী মুনীর হোসেন
নির্বাহী সম্পাদক : চৌধুরী মোহাম্মাদ মঈন, সম্পাদক : মো. মাসউদ সিকদার, বার্তা সম্পাদক : মো. সানাউল্লাহ রিয়াদ, গ্রাফিক্স : মো. আরিফ মিয়া
ইনফরমেশন সেল, সংগ্রাম, শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা থেকে প্রকাশিত। ফোন : +৮৮ ০২৪৭৮৮৮৬৮২৮
E-mail: contact@sangram.ngo, Facebook: facebook.com/ngosangram, youtube.com/SangramNgo, Website: www.sangram.ngo